দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান

১২ কার্তিক '৯৮ সোমবার "দেশের বহু ভগ্ন বিধ্বস্ত স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা সংস্কার হয়নি। গাছতলা ও খোলা মাঠে ক্লাস শিক্ষাদান বিঘ্নিত" শিরোনামে ইনকিলাবের রিপোর্টের জন্য ধন্যবাদ।

প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন জেলার অন্ততঃ ১৫টি স্কুলের বর্তমান অবস্থার বর্ণনাসহ কিছু সচিত্র বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, এ অবস্থা থেকে সারা দেশের খুব কম সংখ্যক স্কুলই মুক্ত আছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ যে এসব বিষয় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন না তা নয়। কিন্তু সারা দেশের সকল স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা টেলি প্রভৃতি বিবরণ যখন সচিবালয়ে এসে জড়ো হয় তখন সমস্যার বিরাটত্ব দেখে কর্তৃপক্ষ হয়তো ভাবেন "সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা"। একটা সময় ছিল এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি গ্রাম্য জমিদার নবাব এদের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতো। সরকার পরে হয়তো প্রয়োজনবোধে কোন কোনটার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সরকার অবশ্য প্রতি বছরই সাধ্যমত শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বন্যা ও ঝঞ্ঝা যেখানে দেশের অব্যাহত সঙ্গী কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়তো পরবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবার পূর্বরূপ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তবুও সমস্যা তো বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং প্রতিকার যে সঙ্গে সঙ্গে উপেক্ষিত হবে তা-ও আশা করা অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়।

বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য কাজে লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে বৃহদাকার একটি করে দালান নির্মাণ করে অংশবিশেষে স্বাস্থ্য কেন্দ্র পোস্ট অফিস, স্কুল, অথবা কলেজ-এর সংস্থান করা যায় কি-না তা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে দেখতে পারেন। কেননা, দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা ছাড়া আমাদের এই দুরারোগ্য সমস্যার প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে কিছু কিছু অনুদান দিয়ে পরিণামে কোন স্থায়ী ফল আশা করা এক প্রকার অবাস্তব বলেই মনে হয়।

—এম, ইবনে গিয়াস